দৈনিক বাংলা 031 ২৬/৯/৮২ 076

নিয়োগ ও পদোন্নতিতে অনিয়ম তদন্ত কমিটি

সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, ডিভিশন ও বিভাগ অফিসার ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংঘটিত অনিয়ম পরীক্ষা করে দেখার জন্য বিগ্রেডিয়ার মোহাম্মদ আবদুল হালিমের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছেন।

বাসসের খবরে প্রকাশ, সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কমিটি সকল নিয়োগ ও পদোন্নতি সুষ্ঠুভিত্তিক করার উপায়ও সুপারিশ করবেন। কমিটি ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করবেন।

কমিটির সদস্যরা হচ্ছেন, সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য জনাব নুরুস সফা, সংস্থাপন ডিভিশনের যুগ্মসচিব জনাব শাহাবুদ্দীন মাহতাব এবং সেনাবাহিনী সদরদফতরের এডজুটেন্ট জেনারেলের শাখার লেঃ কর্নেল শফিউদ্দীন। কমিটি চেয়ারম্যান বিগ্রেডিয়ার হালিম হচ্ছেন এডজুটেন্ট জেনারেলের শাখার ডিরেক্টর অব পার্সোনেল সার্ভিস।

কমিটি নিয়োগ বিধি অনুযায়ী কিংবা এই বিধি লংঘন করে নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে যেসব অনিয়ম ঘটেছে তা পরীক্ষা করে দেখবেন এবং সকল নিয়োগবিধি প্রণয়নের একটা সময়সীমা বেঁধে দেবেন। যেসব পরিস্থিতিতে এডহক নিযুক্তি দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত রাখা হয়েছে কমিটি তা পরীক্ষা করে দেখবেন এবং ভবিষ্যতে যাতে

(শেষ পৃঃ ৭-এর ক কঃ দ্রঃ)

পরে।

তদন্ত কমিটি

(১ম পৃঃ পর)

অন্তত ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া এডহক নিযুক্তি না হয় তা নিশ্চিত করবেন।

কমিটির দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে সরকারিতে নিয়োগের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে অস্বাভাবিক বিলম্বের ক্ষেত্রগুলো পরীক্ষা করা এবং বর্তমান বিধি সংশোধন করে পদ্ধতি সুষ্ঠুভিত্তিক করার লক্ষ্যে বিসিএস-এর বিভিন্ন ক্যাডারের অফিসারদের ক্যাডারভুক্ত করার পদ্ধতি পরীক্ষা করা।

সংস্থাপন ডিভিশন কমিটির সেক্রেটারিয়েট হিসেবে কাজ করবে।

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : সোমবার, ১০ই আশ্বিন, ১৩৮৯ : ২৭শে

অনিয়ম—তদন্ত

সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, ডিভিসন ও বিভাগে অফিসার ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে সংঘটিত অনিয়ম পরীক্ষা করে দেখার জন্য একটি কমিটি গঠন করেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই কমিটি সকল নিয়োগ পদোন্নতি সুষ্ঠুভিত্তিক করার উপায়ও সুপারিশ করবেন।

সরকারী চাকরিতে নিয়োগ ও পদোন্নতির সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন রয়েছে। সকল নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে এই বিধানগুলো মেনে চলার কথা। আগে তা যথাযথভাবে মেনে চলাও হত। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে অনেক ক্ষেত্রেই এসব নিয়ম-কানুন সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় না। নিয়োগের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি পদোন্নতির ক্ষেত্রেও এসব বিধান লংঘিত হয়েছে। ফলে সিনিয়র হয়েছে জুনিয়র এবং অনেক ক্ষেত্রে নতুন লোক বেআইনীভাবে অন্যদের ডিঙ্গিয়ে গেছে। সরকারী কর্মচারী ও অফিসারদের নিয়োগের ক্ষেত্রে এডহক ব্যবস্থা অর্থাৎ অস্থায়ীভাবে নিয়োগের ব্যবস্থা চালু আছে। কিন্তু সেই ব্যবস্থারও নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন রয়েছে। অথচ দেখা গেছে ঐ ধরনের নিয়োগের সময় এসব নিয়ম-কানুনও যথাযথভাবে পালন করা হয়নি।

এইসব এডহক নিয়োগ কর্মকমিশনের সুপারিশের মাধ্যমে নিয়মিত করার যে সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে তাও অনেক ক্ষেত্রে মেনে চলা হয়নি। '৭২ সালের পর কর্মকমিশনের সুপারিশকে উপেক্ষা করাটাই যেন একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পদোন্নতির নিয়ম-কানুনও একইভাবে লংঘিত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। এসব নিয়ে অতীতে আদালতে অনেক মামলাও রুজু হয়েছে।

বলাবাহুল্য এসব ঘটনা বাঞ্ছিত হতে পারে না। নিয়োগ ও পদোন্নতির নিয়ম-কানুন যদি যথাযথভাবে অনুসরণ না করা হয়, জুনিয়র যদি সিনিয়রকে ডিঙ্গিয়ে যায়, অথবা বাইরে থেকে নতুন কেউ এসে তাদের মাথায় চেপে বসে তাহলে অফিসে কাজের পরিবেশ নষ্ট হয়, কাজে শৈথিল্য আসে। নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। এটা কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পরিপন্থী। সব মিলিয়ে জনশক্তির অপচয় ঘটে। সুতরাং ইতিপূর্বে যেসব নিয়মবহির্ভূত নিয়োগ ও পদোন্নতি ঘটেছে সেগুলো সুষ্ঠুকরণ অপরিহার্য। সরকার এব্যাপারে যে কমিটি নিয়োগ করেছেন আমাদের বিশ্বাস তারা এই সব অনিয়ম দূর করতে সক্ষম হবেন এবং ভবিষ্যতে আর যাতে এইসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্যও উপযুক্ত সুপারিশ পেশ করবেন।

ইত্তেফাক ২১-৩-৮৩

নিয়োগবিধি প্রণয়নের নির্দেশ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে রিক্রুটমেণ্ট রুলস অবিলম্বে প্রণয়নের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ২৩শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়।

বৈঠকে প্রজেক্ট ও কর্মসূচী ছাড়া সকল পদ স্থায়ী, মন্ত্রণালয় ও বিভাগে স্থায়ী পদগুলির পুনঃনির্ধারণ ও বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার সার্ভিসের কাঠামো অবিলম্বে তৈরীর জন্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হয়। পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে তাহাদের চাহিদা অনুযায়ী একটি প্রস্তাব পেশের কথাও বলা হয়।

এডহক-নিয়োগ সম্পর্কে বৈঠকে স্থির হয় যে, ভবিষ্যতে এই ধরনের নিয়োগ গ্রহণযোগ্য হইবে না। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে শূন্যপদ সম্পর্কে বলা হয় যে, ক্যাডার সার্ভিসে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নিয়মিত অনুষ্ঠান না করায়, রিক্রুটিংয়ের ব্যাপারে সময় সময় সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায় শূন্য পদগুলি পূরণ করা যায় না। অবিলম্বে এ সকল দিক বিবেচনা ও পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। বৈঠকে সংস্থাপন বিভাগ হইতে জানানো হয় যে, মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ১৯৮৩ সনে ৩ হাজার এবং '৮৪ সনে ৪ শত কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

চাকুরী ক্ষেত্রে অনিয়মের দরুন ক্ষতিগ্রস্তদের জ্ঞাতব্য—

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দফতরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পদোন্নতির ব্যাপারে অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগ আহ্বান করা হইয়াছে। গতকাল (রবিবার) বাসস জানায়, পদোন্নতি ও নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়মের ফলে যে সকল ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাহাদেরকে উপযুক্ত কাগজপত্রসমেত আনুষঙ্গিক তথ্য সংক্ষেপে লিখিয়া সংস্থাপন বিভাগের উপ-সচিব এবং সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য-সচিব জনাব এ কে এম ফজলুল হকের (সচিবালয়ের প্রধান ভবনের ২১০ নং কক্ষ) নিকট সর্বশেষ ২১শে অক্টোবরের মধ্যে দাখিল করিতে অনুরোধ জানানো হইয়াছে।

ইত্তেফাক ১১/১০/৮২